**চলচ্চিত্র না কি শুধুই কাহিনীচিত্র**

ঈপ্সিতা সেনগুপ্ত

অRolland Barthes বলেছেন যে, আমাদের সংস্কৃতি narrative এ সম্পৃক্ত হয়ে আছে,Myth, legend, fables, Tales, short stories, epics, history, tragedy, drama, pantomime, painting, news, Conversation এমনকি আবেগহীন প্রকাশেও। এটা মানুষের সভ্যতার প্রথম থেকেই স্থাপিত। narrative এর একটা সহজ সংজ্ঞা যদি করতে চাই তাহল একটা অবস্থা ও একটা ঘটনায় যুক্তিপূর্ণ যুক্তিপূর্ণ ভাবে পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, যার মধ্যে একটা সময়ের ব্যাপার ও একটা দৃঢ় বিষয় আছে যা পরিপূর্ণতা আনে। এই 'ঘটনা' 'দৃঢ় বিষয়' বা' পরিপূর্ণতা'-বাংলা ছবির মধ্যে এর প্রভাব ভীষণভাবে লক্ষণীয়। সেই রাজা হরিশচন্দ্র বা জামাইবাবুর সময় থেকে আজকের সাথী পর্যন্ত।

একটু পিছিয়ে দেখি হীরালাল সেন যখন থেকে ছবি তুলতে শুরু করেন, অবিভক্ত বাংলায় তখন থেকেই ছবি তৈরীর প্রাণ কেন্দ্রছিল কলকাতা। ছবি নির্মাণের শুরু থেকেই একটা বিষয় স্পষ্ট যে সাহিত্যধর্মী ছবি বা লোকায়ত কাহিনী নির্ভর ছবি-যে ছবিই নির্মীত হোক না কেন তাতে একটা নিটোল পারিবারিক কাহিনী রয়েছে।৪৭'- এর দেশভাগের ফলে বাংলা ফ্লিম ইন্ডাষ্ট্রি একটা বড় রকমের ধাক্কা খায়। বাংলা ছবির বাজার সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও বাংলা ছবি নির্মাণের পালে পঞ্চাশের দশক থেকে নতুন হাওয়া লাগে - কারণ ছবি নির্মাণের জগতে তখন এসে গেছেন সত্যজিত রায়, মৃণাল সেন, অসিত সেন, তপন সিনহা প্রমুখ। তবে সেই সময়েও বাংলা ছবির দর্শক যে ভাল ছবি উপহার পান তা - হল ন্যারেটিভ ছবি। সেই ভাল ছবি নির্মাণের সময়ে যে পরীক্ষামূলক ছবিগুলি তৈরী হচ্ছিল যাকে ফ্লিম তাত্ত্বিকরা প্যারালাল সিনেমা বলেন - তাও নর্মাল সিস্টেমের মধ্যেও তৈরী হচ্ছিল এবং দর্শকও পাচ্ছিল।

বাংলা ছবির এই যে 'কাহিনীচিত্র' হয়ে উঠবার প্রয়াস তার মূল কারণ অনুসন্ধান করলে দেখি বারবার সাহিত্যধর্মী পারিবারিক ছবি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে বেশী। এর মূল কাঠামো তৈরী করে দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। বাংলা দর্শক এমন ছবিদেখতেই অভ্যস্ত যাতে পরিবারের একজন সর্বময় কর্তা আছে, স্নেনেহপরায়ন বৌদি আছেন, আত্মভোলা দাদা আছে, ছোটদেওর আছে, কুচক্রী কোন মামা অথবা বিধবা পিসি আছে (এটা বোধ হয় রামায়ণের মন্থরা বা মহাভারতের শকুনির রিফ্লেকশন)। হিন্দী ছবির জাঁকজমক থেকে বাংলা ছবির পার্থক্য এখানেই চোখে পড়ে। পঞ্চাশের দশক থেকে সত্তর দশক পর্যন্ত বাংলা ছবি অনেক বেশী সত্য নির্ভর বাস্তবধর্মী ছিল। এখানে কাহিনীচিত্রের মধ্যবিত্ত নায়ক নায়িকারা বিলাস-বহুল বাড়ির পরিবর্তে সাধারণ বাড়িতেই বসবাস করে। তাদের জীবনযাত্রার ধরণ আমাদের পাশের বাড়িটির সাথে অনেকাংশেই মিলে যায়। আগেকার বাংলা ছবিতে আমরা বাস্তবসম্মত সংলাপও পাই।

দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন, ৪৭ এ দেশভাগ, খাদ্য আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, সত্তর দশকের নকশালবাড়ী আন্দোলন থেকে আজকের সন্ত্রাসবাদী মৌলবাদী আক্রমন - বাংলার সামাজিক পটভুমিকাকে বারবার অদলবদল করেছে। তাই বোধহয় বাঙালির মানসিকতা বিনোদনের ক্ষেত্রে পারিবারিক কাহিনী নির্ভর ছবিতেই স্বস্তি খুঁজতে চেয়েছে। সত্য নির্ভর বাস্তবধর্মী মধ্যবিত্ত মানসিকতা সম্বলিত ছবিগুলিই দর্শক গ্রহণ করেছে বেশি ।

সব সাহিত্যের মূলে চারটি narrative এর অংশ রয়েছে comic, romantic, tragic and tonic বাংলা ছবিতে narrative এর এই চারটি অংশের প্রভাব খুব স্পষ্ট। একটা লিনিয়ার ন্যারেটিভ ছবি সর্বদা দর্শককে উপহার দেওয়া হয়েছে। ঋত্বিক ঘটক একেবারে অন্যধারার চলচ্চিত্রকার বলে যিনি পরিচিত তার 'কোমল গান্ধার' ছবিটির মধ্যেও একটা সূক্ষ্ম লিনিয়ারিটি বর্তমান। মৃণাল সেনের ছবির মধ্যে যেগুলিকে রাজনৈতিক ছবি বলে অভিধা দেওয়া হয় সেই পদাতিক বা কোরাসের মধ্যে একটা ন্যারেটিভিটি রয়েছে। অথচ চলচ্চিত্র মাধ্যম যখন নির্মীত হয়েছিল তার ইতিহাসে একথা কোথাও বলা নেই যে ক্যামেরার কাজ শুরু শুধু মাত্র গল্প বলে যাওয়া। তাই বোধহয় ঋত্বিক ঘটক বলেছিলেন, 'আমার বক্তব্য প্রকাশের জন্য যদি কোন সময় চলচ্চিত্রের থেকে বেশী শক্তিশালী মাধ্যম পাই তাহলে চলচ্চিত্রকে

বিদায় জানিয়ে চলে যাবো।’ চলচ্চিত্রের এই কাহিনীচিত্র হয়ে ওঠার প্রয়াস থেকে মুক্ত হতে পারেননি কোন পরিচালকই।

হালফিলের বাংলা ফ্লিম ইন্ডাস্ট্রী তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে। বহু ভাষাভাষির দেশে এমনিতে বাংলা ছবির বাজার ছোট। তার উপরে যে রঙীন স্বপ্নমায়া নিয়ে বলিউডি ছবি উপস্থিত হয় তা বিশাল অংশের দর্শক টেনে নেয়, উপরন্তু রয়েছে ওপার বাংলার বেশ কিছু ছবির রিমেক। হিন্দী ছবির অন্ধ অনুকরণ, দর্শকদের হলে বসে ছবি দেখার অনীহা ক্রমশ বাংলা ছবিকে পিছনে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু এরই মধ্যে কিছু ছবিকি দর্শক পাচ্ছে না, ঋতুপর্ণ ঘোষের দহন বা উনিশে এপ্রিল, অপর্না সেনের পারমিতার একদিন- হরনাথ চক্রবর্তীর প্রতিবাদ বা সাথীর পাশাপাশি ভালভাবেই ব্যবসায়িক সফল। দেখা যাচ্ছে একটা সূক্ষ্ম সংজ্ঞা নিরূপিত হয়ে রয়েছে তা হল লিনিয়ার ন্যারেটিভ ছবির গ্রহণ যোগ্যতা সবকালেই সব পরিস্থিতিতে।

সমকালীন বাস্তবতার দর্পণ হিসাবে যে ছবি নির্মীত তা দর্শক আনুকূল্যে লাভ করছে বেশী।

‘বাইশে শ্রাবণ থেকে ভুবন সোম’ মৃণাল সেনের ছবি নির্মাণের একটি পর্ব। এর পরবর্তী সময়ে শুরু হয়েছিল তার আভাগার্দ পর্যায় আজ ২০০২ তিনি নির্মাণ করলেন ‘অন্য ভুবন’- লিনিয়ার ন্যারেটিভ ছবি। আজকের সমাজ চেতনাকে ধরতেও প্রয়োজন হল এক শক্তিশালী সামাজিক কাহিনীর। চলচ্চিত্রের কাহিনী নির্ভরতা রয়েই গেল।